বিষয়বস্তুঃ আমানাতদারী ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার গুরুত্ব

শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৪ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী, ৫লা মে ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯৩

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُم اَن تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا. وَقَالَ: وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ۞ صَدَقَ اللّٰهُ العَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা আমানাতদারী ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তবে যেহেতু এটা শাওয়াল মাস, আর এ মাসে ৬ টি রোযা আছে, তাই প্রথমে সে সম্পর্কে একটি হাদীস জেনে রাখি।

সহীহ মুসলিমের ১১৬৪ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়াল মাসেও ৬ টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।” অর্থাৎ, পূর্ণ এক বছর রোযা রাখলে যে সাওয়াব হয়, রমাযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ৬ টি রোযা রাখলে আল্লাহ্ তায়ালা সেই সাওয়াব দান করেন। শাওয়াল মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে রোযার এ ফযীলত থাকে না। মনে রাখবেন, এ ৬ টি রোযা পরস্পর একসাথেও রাখা যেতে পারে, আবার শাওয়াল মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত পৃথকভাবে বিভিন্ন দিনেও রাখা যেতে পারে।

এবার আমরা আমানাতদারীর গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে নিই। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তুষ্ট করে, ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জন করাই মু’মিন ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য। আর এই সফলতা হাসিল করার জন্য যেমন ঈবাদত-উপাসনা জরুরী, অনুরূপ ভাবে একে অপরের আমানত আদায় করাও অত্যন্ত জরুরী।

‘আমানত’ শব্দটির অর্থ খুবই ব্যাপক। যেমন প্রত্যকের দায়িত্বে যেসব কাজ আছে তা তার কাছে আমানত।যার দায়িত্বে অন্য কারও কোন হক; টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র, জমি-জায়গা ইত্যাদি আছে সবই আমানত। এসব আমানত পাওনাদারকে দিয়ে দেওয়া জরুরী। অনেকেই এমন আছেন, যারা ইবাদত-উপাসনা, দান-সাদাকাহ করে

থাকেন। কিন্তু অপরের পাওনা আদায় করা বা আমানাতদারীর কোন পরোয়া করেন না। অথচ কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় আমানাত আদায় করার প্রতি খুবই গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নিসার ৫৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُم اَن تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا

“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আদেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানাতসমূহ প্রাপকদের কাছে পৌছে দাও।”অর্থাৎ, যার দায়িত্বে যে আমানত থাকবে, সে আমানত পাওনাদারকে পৌছে দেওয়া তার একান্ত কর্তব্য।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানত আদায় করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন।মুসনাদে আহ্মাদের ১২৩৮৩ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

এমন খুব কম হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে কোন বক্তব্য করেছেন, অথচ তাতে একথা বলেন নি, “যার আমানাতদারী নেই তার ঈমান নেই। যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই।”

ভাই সকল ! আমানত আদায় করা যে কতটা জরুরী তা এই হাদীস দ্বারা সহজে বোঝা যায়। আমানতের খিয়ানত করা কবীরা গোনাহ ও মহা পাপ। এটা মুনাফিকদের অভ্যাস।সহীহ বুখারীর ৩৩ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের আলামত ৩ টি, (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) প্রতিশ্রুতি দিলে তা খেলাফ করে। (৩) তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে খিয়নত করে।” বোঝা গেল, আমানতে খিয়ানাত করা মু’মিনের পরিচয় নয়, এটা আসলে মুনাফিকদের স্বভাব। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানতদারীর যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, পৃথিবীতে তার কোন নযীর নেই। মহা শত্রু দের সাথেও তিনি খিয়ানত করেন নি।এ সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা শুনে রাখি।

খয়বরের যুদ্ধে যখন ইয়াহূদীরা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন এক ইয়াহূদীর হাবশী গোলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনারা কার সাথে যুদ্ধ করবেন? তারা বলেছিল, এই যে ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করেছে তার বিরুদ্ধে। নবীর কথা শুনে তার মনে নবীজি সম্পর্কে জানার আগ্রহ হয়।সুতরাং সে নবীজির কাছে এসে বলে যে, আপনি কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন? নবীজি

বলেছিলেনঃ আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল। আর আল্লাহ্র ইবাদত করবে। গোলামটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমি যদি এ কথার সাক্ষ্য দিই ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনি তাহলে আমার কী লাভ হবে? নবীজি বলেছিলেনঃ তুমি যদি এ ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ কর, তবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবীজির কথা শুনে গোলামটি ইসলাম গ্রহণ করে বলেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার কাছে এ ছাগলগুলো মালিকের আমানত।আমি এ গুলো কী করব? যেহেতু সেই ছাগলগুলো ছিল তার কাছে আমানত, তাই রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছাগলগুলো তার মালিকের কাছে পৌছাতে আদেশ দিয়েছিলেন।ছাগলগুলো মালিকের কাছে পৌছানোর পর সে নবীজির কাছে হাযির হয় এবং যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়।সেই গোলামটি আল্লাহ্র জন্য একটি সাজদাহ্ করার সুযোগ পায় নি।তার সম্পর্কে নবীজি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সম্মানিত করেছেন। আমি তার মাথার কাছে দু'জন (জান্নাতী) হুর দেখতে পেয়েছি। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের ৬ খন্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে।

ভাই সকল! দুনিয়ার নীতি হল, যাদের সাথে যুদ্ধ হয়, কেবল তাদের হত্যা করাই বৈধ এমন নয়।বরং, তাদের মাল- দৌলত দখল করাও বৈধ। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানে সাহাবাদের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। সাহাবারা খাদ্যের অভাবে গাধা জবাই করতে বাধ্য

হয়েছিলেন। নবীজি ইচ্ছা করলে ছাগলগুলো ফেরত না দিতে পারতেন। এমন কঠিন সময়েও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানত রক্ষা করেছেন। আমানতদারীর এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই।

আমানতে খিয়ানত করার শাস্তিঃ

আমানতের খিয়নত করার শাস্তি খুবই কঠিন। শুআবুল ঈমানের ৫২৬৬ হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) হতে হাসান পর্য্যায়ের বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে তার সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে আমানতের খিয়ানত করার গোনাহ মাফ হয় না। কিয়মতের দিন মানুষকে হাযির করা হবে, যদিও সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়। তাকে বলা হবে, তোমার কাছে যে আমানত ছিল তা আদায় কর।সে বলবে, আমার পালনকর্তা ! আমি কিভাবে আমানত আদায় করব ? দুনিয়ার সব কিছু তো শেষ হয়ে গিয়েছে।

তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, তোমরা এই ব্যক্তিকে হাবিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।আমানতের যে জিনিসে সে খিয়ানত করেছিল, জাহান্নামে সেই জিনিস তার সামনে এমন ভাবে পেশ করা হবে, যেমন ভাবে প্রথম দিন তার কাছে এসেছিল। সে তখন আমানতের সেই বস্তুকে দেখে চিনতে পারবে এবং তার দিকে দৌড়েগিয়ে সেই জিনিসকে নিজের দুই কাধে উঠিয়ে নিয়ে চলতে থাকবে। যখন সে মনে করবে যে, সে

জাহান্নাম থেকে বার হওয়ার মত হয়েছে, সেই জিনিসটি তার কাঁধ থেকে পড়ে যাবে। পুনরায় তা আনার জন্য তার পিছনে ছুটবে। (জাহান্নামের মধ্যে) দীর্ঘদিন যাবত সে এমন করতে থাকবে।

লোকেরা ব্যাপকভাবে আমানতের খিয়ানত করতে থাকলে দুনিয়তেও বিপদ নেমে আসে। সুনানে তিরমিযীর ২২১০ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫ টি এমন বিষয় বয়ান করেছেন, যেসব কারণে আল্লাহর গজব নাযিল হয়। তার মধ্যে একটি হল, মানুষ আমানতের মালকে গণীমত মনে করে আত্মসাত করবে।

প্রিয় শ্রোতামন্ডলী ! সহীহ বুখারীর ৬৪৯৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, মানুষের মধ্য থেকে আমানতদারী উঠে যাবে। খুব কম লোক আমানতদার থাকবে।

বাস্তবে আজ আমাদের মধ্যে আমানতদারীর খুব অভাব।বিশেষ করে জমি-জায়গার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেকেই এ কবীরা গোনাহে লিপ্ত।শরীকদের কোন হক যদি আমাদের দখলে থাকে তা আমাদের কাছে আমানত। শরীকদেরকে তাদের হক দিয়ে দেওয়া জরুরী।কিন্তু আমরা অনেকেই তাদের হক আদায় না করে গণীমতের মাল মনে করে নিজেরা ভোগ করে থাকি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে অন্যের হক আদায় করার তাওফীক দান করুন এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

এতক্ষণ আমরা আমানতদারী সম্পর্কে শুনছিলাম। এবার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা জেনে রাখি। সূরা বনী ইসরাঈলের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

"তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞেস করা হবে, অনুরুপ ভাবে একে অন্যের সাথে যেসব ওয়াদা-অঙ্গীকার করা হয় সে সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে যে তা পূর্ণ করা হয়েছে কি না। আর সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْااَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ।" এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসে আরও বহু জায়গায় ওয়াদা অঙ্গীকার পূর্ণ করার খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওয়াদা করে তা পুরো না করা মুনাফিকের আলামত তা আমরা সহীহ বুখারীর ৩৩ নম্বর হাদীসে জানতে পেরেছি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।আমি তখন ছোট ছিলাম।আমি খেলা করার জন্য (বাইরে) যাচ্ছিলাম। আমার আম্মাজান তখন আমাকে বলেন, আব্দুল্লাহ ! এসো তোমাকে একটা জিনিস দেব। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি তাকে কী দিতে চায়ছিলে? আমার আম্মা

বলেছিলেনঃ আমি তাকে খেজুর দিতে চেয়েছিলাম। অতঃপর নবীজি আমার আম্মাকে বলেছিলেনঃ

أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةً

"তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার জন্য মিথ্যা বলার গোনাহ লেখা হত।" এ হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদের ৪৯৯১ নম্বরে এবং শুআবুল ঈমানের ৪৪৮২ নম্বরে বর্ণিত আছে।

সুধীবৃন্দ ! অনেকেই বাচ্চাদের মন জয় করার জন্য মিছামিছি কোন কিছু দেওয়ার ওয়াদা করে থাকে, তা পূর্ণ করার ইচ্ছা অন্তরে থাকে না। অনুরুপ ভাবে, চিন্তা ভাবনা না করেই একে অপরের সাথে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কোন বিষয়ের ওয়াদা অঙ্গীকার করে। অথচ তা পুর্ণ করে না।এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, এমন করা জাইয নেই। আর এসব ওয়াদা পূর্ণ না করার জন্য আমল নামায় গোনাহ লেখা হবে। তাই আমাদের উচিত যে, আমরা ভেবে চিন্তে মানুষকে কথা দেব। তবে মনে রাখবেন, যদি কোন অঙ্গীকার করার সময় তা পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু কোন কারণ বশত তা করতে না পারে তবে কোন গোনাহ হবেনা। তবে যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে তাকে সংবাদ দেওয়া দরকার।

এক জায়গায় নবীজির ৩ দিন অবস্থান করা

নবীজির নবুওত লাভের পূর্বের ঘটনা, আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হামসা (রযি) নবীজির কাছ থেকে কোন একটা জিনিস কিনেছিলেন। কিছু দাম বাকি ছিল। তাই তিনি নবীজিকে বলেছিলেনঃ আপনি এখানে থাকুন।আমি আপনার পাওনা নিয়ে আসছি।তার কথা মত নবীজি সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ সেখানে

যাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এভাবে ৩ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ৩ দিন পর যখন তার ওয়াদার কথা মনে আসে, তিনি সেই জায়গায় হাযির হয়ে দেখেন নবীজি সেখানে উপস্থিত আছেন। তাকে দেখে নবীজি বলেছিলেনঃ তুমি আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছ। আমি ৩ দিন এখানে তোমার অপেক্ষা করছি। সুনানে আবূ দাউদের ৪৯৯৬ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের সকলকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ